যুগান্তর

তারিখ ... 6 MAY 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... ২ ...

খুবির একাডেমিক কার্যক্রম বন্ধের আলটিমেটাম : ভিসির উদ্বেগ

খুলনা ব্যুরো

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ডিসিপ্লিনের সহযোগী অধ্যাপক এসএম রেজওয়ানুর রহমান সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে নিরালা আবাসিক এলাকায় দুর্বৃত্তদের হাতে লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তার প্রফেসর পদে অ্যাপয়েন্টমেন্টের এ বিষয় দুটো নিয়ে যখন কর্তৃপক্ষের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে তখন এ ইস্যুতে কর্মসূচি পালনকারীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম বন্ধের সময় বেঁধে দেয়াকে খুবই দুর্ভাগ্যজনক এবং উদ্বেগের বিষয় বলে অভিহিত করেছেন ভিসি প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান।

রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ডিন, ডিসিপ্লিন প্রধান ও শিক্ষকদের এই ঘটনা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ তথা ভিসির পক্ষে গৃহীত পদক্ষেপ অবহিত করে প্রদত্ত এক পত্রে তিনি এ উদ্বেগ প্রকাশ করেন। শিক্ষকদের কাছে লেখা এ পত্রে তিনি এ ব্যাপারে কিছুসংখ্যক শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীর কর্মসূচি পালন এবং উত্থাপিত দুটি দাবির সমাধানে ইতিমধ্যে তার ভূমিকা ও অবস্থান তুলে ধরে তিনি বলেন, দুটো বিষয় যাতে দ্রুততম সময়ে নিষ্পত্তি হয় সে বিষয়ে তিনি সচেষ্ট। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সবার ধৈর্য ও সহযোগিতা প্রয়োজন। আর সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত চ্যান্সেলরের কাছে প্রেরিত রেজওয়ানুর রহমানের অ্যাপয়েন্টমেন্টের বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যাপারে তিনি তার প্রচেষ্টার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। কর্মসূচি পালনকারীদের মেইন গেট বন্ধ করে কর্মসূচি পালনের ফলে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে বসবাসকারী এবং সাধারণ মানুষের ভোগান্তির কথা স্মরণ করে দিয়ে তিনি এর পরিবর্তে অন্য কোনও কর্মসূচি পালনের আহ্বান জানান। কিন্তু তা সত্ত্বেও মেইন গেট বন্ধ করে কর্মসূচি পালন অব্যাহত রয়েছে বলে তিনি পত্রে উল্লেখ করেন। অপরদিকে মেইন গেট বন্ধ করে কর্মসূচি পালন করায় বিড়ম্বনার শিকার অন্য শিক্ষক-কর্মকর্তারা ভিসিকে ২ মে বিষয়টি জানান। যখন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমস্যা সমাধানে আন্তরিক এবং সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এ অবস্থায় ৩ কর্মদিবসের মধ্যে ওই দুটো দাবি মানা না হলে একাডেমিক কার্যক্রম বন্ধের ঘোষণা সংবলিত প্রফেসর ড. মো. রেজাউল করিম স্বাক্ষরিত একটি পত্র তার কাছে ২ মে দেয়া হয় যা খুবই দুর্ভাগ্যজনক।